

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

২৭ জুন ২০২২

চসিক প্রকৌশলীদের সাথে নগরীর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা সভায় মেয়র নির্মাণ কাজে আন্তরিকতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আহ্বান

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন, প্রকৌশল বিভাগ সিটি কর্পোরেশনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ। এই শহরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে প্রকৌশলীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি নির্মাণ কাজে পর্যবেক্ষণসহ কাজের গুণগত মান বজায় রাখার জন্য প্রকৌশলীদের নির্দেশনা দেন এবং কাজের গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও ইকুপম্যান্ট সংগ্রহের আহ্বান জানান। আজ সোমবার বিকেলে চসিকের পুরাতন নগর ভবনের কে.বি আবদুচ সান্তার মিলনায়তনে সিটি কর্পোরেশনের প্রকৌশলীদের সাথে নগরীর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত এক পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহীদুল আলমের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, অতি. প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আবু ছালেহ, মনিরুল হুদা, মো. আকবর আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ফরহাদুল আলম, রেজাউল বারী ভূঁইয়া, ফারজানা মুক্তা, স্থপতি আবদুল্লাহ আল ওমর প্রমুখ।

সভায় মেয়র বলেন, সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন বিমান বন্দর সড়কসহ নগরীর বিভিন্ন সড়ক সমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গত জানুয়ারি মাসে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে একনেকে অনুমোদিত ২হাজার ৫শত কোটি টাকার প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি কাজে আন্তরিকতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মধ্যদিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে নগরীর চেহারা পাল্টে যাবে বলে আশা করেন।

এছাড়াও তিনি বহদুরহাট বাড়ইপাড়া খাল খনন প্রকল্প, বাস/ট্রাক টার্মিনাল, পরিচ্ছন্ন কর্মী নিবাস, বিএমডিএফ'র মাধ্যমে কিচেন মার্কেট নির্মাণ প্রকল্প, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ, ৪১টি ওয়ার্ডে এলইডি বাতি স্থাপন, যানজট নিরসন ও সবুজায়ন প্রকল্প বাস্তবায়নসহ ওশান এমিউজমেন্ট পার্ক, ঠাণ্ডাছড়ি আধুনিক বিনোদন সমৃদ্ধ পর্যটন কেন্দ্র, জলাবদ্ধতা ও জলমগ্নতা নিরসনে যেসকল প্রকল্প চলমান ও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে সেগুলো দ্রুততার সাথে বাস্তবায়নের জন্য প্রকৌশলীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

নগর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ সম্পর্কিত কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ইউএস সিডিসি'র অর্থায়নে সেভ দ্য চিলড্রেন সহযোগিতায় এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের যৌথ উদ্যোগে আজ সোমবার সকালে আলকারণস্থ সিটি কর্পোরেশন জেনারেল হাসপাতাল মিলনায়তনে নগর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ সম্পর্কিত এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন চসিক প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চসিক স্বাস্থ্য স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ও ওয়ার্ড কাউন্সিলর জহর লাল হাজারী, কাউন্সিলর নাজমুল হক ডিউক, মো. শেখ জাফরুল হায়দার চৌধুরী। ফ্যাসিলিটরের দায়িত্ব পালন করেন সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশের নগর জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচীর ম্যানেজার ডা. ওবায়দুর রহমান, জোনাল মেডিকেল অফিসার ডা. জুয়েল মহাজন। বক্তব্য রাখেন জোনাল মেডিকেল অফিসার ডা. ইমাম হোসেন রানা, ডা. তপন কুমার চক্রবর্তী, ডা. মোঃ রফিকুল ইসলাম, ডা. মোঃ হাসান মুরাদ চৌধুরী, ডা. সুমন

তালুকদার, ডা. আকিল মাহমুদ নাফে, ডা. হাজেরা নাজনীন, ডা. খুকুমনি বড়ুয়া, ডা. শহীদুল আলম, ডা. মোঃ আতিকুল হক প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন ভ্যাকসিনেশন ইনচার্জ মোঃ আবু ছালেহ।

চসিক প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সেলিম আকতার চৌধুরী বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরী আরবান হেল্থ কেয়ার প্রকল্পের মাধ্যমে নগরীর ৪১টি ওয়ার্ডে সাধারণ নাগরিকের মাঝে যে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিয়েছেন তা দেশ-বিদেশে মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি বলেন, নাগরিক সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরনের লক্ষ্যে নগর ভিত্তিক জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা শক্তিশালীকরনের কোন বিকল্প নেই। জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সকল কার্যক্রমে সেভ দ্য চিলড্রেন এগিয়ে আসায় ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের কার্যক্রমের মেয়াদ বৃদ্ধির আহ্বান জানান। এই কর্মশালা থেকে জনস্বাস্থ্য সমস্যা চিহ্নিত করণ ও প্রতিরোধের উপায় সমূহ নিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্বাস্থ্য বিভাগ কাজ করে যাবে।

চসিক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত অভিযানে ২৩ ব্যক্তিকে ৭৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে আজ সোমবার নগরীতে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। চসিক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী'র পরিচালিত অভিযানে চকবাজার থানাধীন চন্দনপুরা দানার বাপের বাড়ীর জনৈক শওকত আনোয়ার বাদলের ভবন নির্মাণ কাজের পাইলিংয়ের কাদামাটি চাক্তাই খালে ফেলে স্বাভাবিক পানি চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সাথে খালে ফেলা মাটি আজকের মধ্যে উত্তোলন করাসহ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পাইলিংয়ের কাদামাটি অপসারণের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অভিযানে সিটি মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম ও ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ শহীদুল আলম, প্রকৌশল ও পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। একই অভিযানে মির্জাপুল ও এশিয়ান হাইওয়েস্থ মুরাদপুর এলাকায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালামাল ফুটপাথে রেখে জনসাধারণের চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে ৮ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ২৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

অপর এক অভিযানে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মনীষা মহাজনের নেতৃত্বে নগরীর বায়েজিদ বোস্তামী সড়কের ২নং রেলগেইট হতে পলিটেকনিক মোড় পর্যন্ত পরিচালিত অভিযানে রাস্তা ও ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালামাল ও নির্মাণ সামগ্রী রেখে জনসাধারণের চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির দায়ে ১২ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ৩২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। আদালত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিরাপদ খাদ্য পরিদর্শকের দায়েরকৃত মোকদ্দমায় ২ ব্যক্তিকে ৬ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটগণকে সহায়তা প্রদান করেন।

স্বাক্ষরিত/-

(কালাম চৌধুরী)

জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩